একাত্তরে-ই ছিল।

আজকে তোদের যা কিছু চাই, একাত্তরেই ছিল,
“বাংলাদেশী” নামের বড়াই একাত্তরেই ছিল।

ঐক্যবোধের শক্ত জাতি, মুল্যবোধের ভক্ত জাতি,
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বোধ একাত্তরেই ছিল,
ধর্মচোরার অধর্ম-রোধ একাত্তরেই ছিল।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, মুক্তিপাগল প্রলয় নৃত্য,
নষ্ট পাকি’র ভ্রষ্ট খোয়াব, বজ্রমুষ্ঠি পষ্ট জওয়াব,
জন্ম-সুখের যন্ত্রণা তোর একাত্তরেই ছিল,
ক্ষণিক পাওয়া পরশপাথর একাত্তরেই ছিল।

দিব্য-লোকের সেই বরাভয়, দিক্-বলয়ের মুক্ত অভয়,
দীপ্ত ভবিষ্যতের বাণী, ক্ষিপ্ত ধরা কালনাগিনী,
তৃপ্ত বিজয়-মগ্ন মানব একাত্তরেই ছিল,
ভগ্ন হত নগ্ন দানব একাত্তরেই ছিল।

মুক্ত দেশের সুস্মিতলোক, বিশ্ববাসীর বিস্মিত চোখ,
শিকল পরা পায়ের নাচন শিকল ভাঙ্গার মরণ-বাঁচন
নিঃস্ব জাতির বিশ্ববিজয়, একাত্তরেই ছিল,
অভ্রভেদী সেই পরিচয় একাত্তরেই ছিল।

ঐ মহাকাল দিগ্বিদিকে, সেই ইতিহাস যাচ্ছে লিখে,
শুভংকরের সুপ্ত ক্ষতি একাত্তরেই ছিল।
সব হারানোর এই নিয়তি একাত্তরেই ছিল॥

অনেক বছর মরলি ঘুরে, তিনের পরে তিরিশ,
সব পাবি তুই আবার যদি একাত্তরে-ই ফিরিস।

****

ফতেমোল্লা।
২৬ মার্চ ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪)